গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৪২, এম.এম. আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

ওয়েবসাইট ঃ www.cbcctg.gov.bd

বিচারাদেশ নং ঃ ৬৬ /২০১৯, তারিখ ঃ২৬ /১০/২০১৯ইং

নথি নং- ৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/টি. কে. এম. গাঃ/রাজস্ব ফাঁকি/৪৫/২০১৮/ তারিখ- /১০/২০১৯খ্রিঃ

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ঃ **মোঃ আজিজুর রহমান।**

পদবী ঃ কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

মূল আদেশ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারীর ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলেট ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপিল আবেদনের উপর টাকা ১,২০০/- (এক হাজার দুই শত) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করে দিতে হবে।

ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প এর ১নং তফশীলের ৬ নং দফা অনুযায়ী টাকা ২০/-(বিশ) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি যুক্ত এ আদেশের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি ; এবং

খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি।

৪। আপিল আবেদনের একটি অনুলিপি অবশ্যই কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪২, এম, এম, আলী রোড, লালখাঁন বাজার, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৪, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২২ এর প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি অবশ্যই আইনের ধারা মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে।

৬। লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী স্বয়ং অথবা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে আপিল আবেদনে তা সুস্পষ্টভাবে উলেখ করতে হবে।

৭। ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম।

খ) অনিয়ম এর বিবরণ ঃ জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাপড় খোলা বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বন্ড গুদামে মজুদের অভিযোগ।

৮। **মামলার প্রেক্ষাপট ঃ**

মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম, ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ড সুবিধার আওতায় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে নিবন্ধিত, যার বন্ড লাইসেন্স নং- এস৪-০৬/বন্ড/৯৫, তাং-১৫/০৪/১৯৯৫খ্রিঃ, মূসক নিবন্ধন নং-২৪০৪১০৩৫৫৯৪। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর প্রিভেন্টিভ টিম বিগত ১৯/০৯/২০১৮ইং তারিখে বেলা ২.০০ ঘটিকায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশ পরিদর্শনকারী দলকে দেখে পালিয়ে যান। পরিদর্শনকালে ভবনের ৪র্থ তলায় একটি গুদামে বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নামীয় ট্যাগ লাগানো কাপড়ের রোল দেখতে পাওয়া যায়। এসব কাপড়ের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব মোঃ রিয়াজ হোসেন, সুপারভাইজার কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান যে, উক্ত কাপড়ের রোলসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নিয়ে আসা হয়েছে। উক্ত কাপড়ের বৈধতা ও আমদানি দলিলাদি দেখতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স টি. কে. এম. গার্মেন্টস লিঃ এর চতুর্থ তলায় রক্ষিত কাপড় ও তৈরী বিভিন্ন পোষাক টি. কে. এম গার্মেন্টস এর নয় এবং আমদানি দলিলাদি বা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি দেখাতে ব্যর্থ হন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাম মোঃ জসিম উদ্দিন এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সংশ্লিষ্ট মালামালের বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার আরো জানান যে, প্রাপ্ত কাপড়ের রোলসমূহ তাঁর জানামতে বন্ড সুবিধায় আমদানি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান হতে অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য সম্বলিত একটি লিখিত বিবৃতি প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)। অতঃপর চতুর্থ তলার দুইটি গেইট সীলগালা করে সুপারভাইজার ও স্বাক্ষীগণের জিম্মায় রাখা হয় এবং বায়েজিদ থানায় মালামালের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধে একটি সাধরণ ডায়েরী দায়ের করা হয়।

সরেজমিনে প্রাপ্ত কাঁচামালের বর্ণনা ও পরিমাণ নিম্নের ছকে সন্নিবেশ করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	সরেজমিনে বন্ড গুদামে প্রাপ্ত মজুদের পরিমাণ (কেজি/গজ)	শুল্ক-করাদি ফাঁকিকৃত পণ্যের পরিমাণ (কেজি/গজ)

এক্ষেত্রে উপরোক্ত বন্ড সুবিধায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে আমদানিকৃত কাঁচামালসমূহ অবৈধভাবে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে বন্ড গুদামে মজুদ করা হয়েছে। অবৈধভাবে মজুদকৃত পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ২৮,৪৭,৪৫৪.১৫ (আঠাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত চুয়ান্ন দশমিক এক পাঁচ) টাকা ও জড়িত রাজস্ব ২৫,৪৬,২৬৭.৬৭ (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকা । শুল্ক করাদির পরিমাণ নিম্নের ছকে সন্নিবেশ করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	রেফাঃ বি/ই নং ও তারিখ	পণ্যের বিবরণ	প্রাপ্ত পণ্যের পরিমাণ (কেজি/গজ)	শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (টাকা)	CD 25%	RD 3%	SD 20%	VAT 15%	AIT 5%	ATV 4%	মোট (টাকা)
০১	সি-৩৫৭৬৩, তাং- ২৬/০৫/১৮	১০০% কটন ফেব্রিক্স	৪০৩০.৪০	২২,৪৭,৪৫৪.১৫	৫৬১,৮৬৩.৫৪	৬৭,৪২৩.৬২	৫৭৫,৩৪৮.২৬	৫১৭,৮১৩.৪৪	১১২,৩৭২.৭১	১৭৪,৯১০.৪৭	২,০০৯,৭৩২.০৪
০২	আনুমানিক মূল্য	তৈরী পোষাক	১২০৭৫.০০	৬০০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৮,০০০.০০	১৫৩,৬০০.০০	১৩৮,২৪০.০০	৩০,০০০.০০	৪৬,৬৯৫.৬৩	৫৩৬,৫৩৫.৬৩
			সর্বমোট ঃ	২৮,৪৭,৪৫৪.১৫	৭১১,৮৬৩.৫৪	৮৫,৪২৩.৬২	৭২৮,৯৪৮.২৬	৬৫৬,০৫৩.৪৪	১৪২,৩৭২.৭১	২২১,৬০৬.১০	২৫,৪৬,২৬৭.৬৭

অবৈধভাবে অপসারিত কাঁচামালের শুল্ক-করাদির পরিমান = ২৫,৪৬,২৬৭.৬৭ (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকা।

মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠানটি ছকে উল্লিখিত কম প্রাপ্ত কাঁচামাল অবৈধ অপসারণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের এহেন কার্যক্রম The Customs Act, 1969 এর section 32, 94, 97, 104, 105, 107 এবং Section 13(1) এর সঙ্গে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলীর শর্ত নং-২ ও ৫ এর লংঘন যা The Customs Act, 1969 এর section 156(1) এর টেবিলের দফা 1, 14, 51, 51(A), 61, 62 & 90 মোতাবেক শাস্তিযোগ্য এবং একই আইনের section 13(3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ড লাইসেন্স বাতিলযোগ্য। এছাড়া The Customs Act, 1969 এর Section 111 এর বিধান মোতাবেক জড়িত রাজস্ব বাবদ **২৫,৪৬,২৬৭.৬৭ (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকা** প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক রাজস্ব ফাঁকির মামলা নং-৪৮/২০১৮, তাং-২৩/০৯/২০১৮ইং দায়ের করা হয়।

৯। **কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ঃ** প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাপড়ের রোলসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নিয়ে আমদানি দলিলাদি বা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি ব্যতিত বন্ড গুদামে মজুদ করেছেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এহেন কার্যকলাপ The Customs Act, 1969 এর section 32, 94, 97, 104, 105, 107 এবং Section 13(1) এর সঙ্গে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলীর শর্ত নং-২ ও ৫ সুস্পষ্ট লংঘন যা The Customs Act, 1969 এর section 156(1) এর টেবিলের দফা 1, 14, 51, 51(A), 61, 62 & 90 মোতাবেক শাস্তিযোগ্য এবং একই আইনের section 13(3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ড লাইসেন্স বাতিলযোগ্য। এছাড়া The Customs Act, 1969 এর section 111 এর বিধান মোতাবেক অবৈধ অপসারিত পণ্যের উপর জড়িত শুল্ক-করাদি বাবদ মোট **২৫,৪৬,২৬৭.৬৭ (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকা** প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা হবে না সে বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে এ দপ্তরের পত্র নথি নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/টি. কে. এম. গাঃ/রাজস্ব ফাঁকি/৪৫/২০১৮/৬৪৮৭, তাং-০৬/১১/২০১৮ইং এর মাধ্যমে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

১০। **প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব দাখিল ঃ** প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশটি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠায়।

১১। **পুনরায় পরিদর্শন ঃ** প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সীলগালাকৃত মালামাল পুনরায় অন্যপথে অপসারণ করছেন মর্মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

ক) পূর্বের সীলগালাকৃত বন্ড গুদামের (৪র্থ তলায় অবস্থিত) কলাপসিবল গেইটের সীলগালা যথাযথ অবস্থায় পাওয়া যায়।

খ) সীলগালাকৃত মূল গেইটের বাম পাশে খোলা থাই দরজার ভিতরের বাথরুমের উপরের দেয়ালের কিছু অংশ খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। যেখান দিয়ে পণ্য আনা নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

গ) কলাপসিবল গেইট দিয়ে ভিতরে পূর্বের ইনভেন্ট্রিকৃত পণ্য যথাযথ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং বন্ড গুদামের ভিতরে সিলিং এর কিছু অংশ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বের ইনভেন্ট্রিকৃত পণ্যের স্থিরচিত্র, বর্তমানে কলাপসিবল গেইট দিয়ে ধারণকৃত স্থীরচিত্র এবং দেয়াল ভাঙ্গার স্থিরচিত্র পর্যালোচনায় পণ্য অপসারণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

১২। সাব-কন্ট্রাক্ট বাতিলের নিমিত্তে বিজিএমইএ বরাবর পত্র প্রেরণ ঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ দপ্তর হতে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ গ্রহণ না করে ফেরত পাঠানোর ফলে কৃত অনিয়ম ও বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল অবৈধভাবে বন্ড গুদাম হতে অপসারণ ও অবৈধভাবে অপসারণের উদ্দেশ্যে মজুদ বন্ড গুদামে মজুদকৃত কাঁচামালের শুল্ক কর ফাঁকি ঠেকানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির সাব-কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত বন্ধ করার নিমিত্তে এ দপ্তরের পত্র নথি নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/টি. কে. এম. গাঃ/রাজস্ব ফাঁকি/৪৫/২০১৮/৭৫, তাং-০৬/০১/২০১৯ইং এর পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিজিএমইএ এর পত্র নং-বিজিএ/চট্ট/কাস/২০১৯/১৯২, তাং-০৮/০১/২০১৯ইং এর মাধ্যমে এ দপ্তরকে জানায় যে, ০১/০১/২০০০ইং হতে ০৭/০১/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ইউডি এবং সাব-কন্ট্রাক্ট ইস্যু করা হয়নি।

১১। **পর্যালোচনা ঃ** বন্ডার মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম এর বিপরীতে পরিদর্শন প্রতিবেদন, রাজস্ব ফাঁকির মামলা, এ দপ্তর হতে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ, বিজিএমইএ হতে প্রাপ্ত পত্র, মূলনথিসহ নথিতে রক্ষিত অপরাপর দলিলপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ তলায় একটি গুদামে প্রাপ্ত কাপড় ও তৈরী পোষাকের ইনভেন্ট্রি করা হয়। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত পণ্যের তথ্যাদি অনুচ্ছেদ-৮ এ দেখানো হয়েছে। এ দপ্তরের পত্র নং-এস৪-০৬/বন্ড/৯৫/৮২২৩, তাং-০৭/০৬/২০০৪ইং ও বিজ্ঞপ্তি নং-১৯/২০০৪, তাং-০৭/০৬/২০০৪ইং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ২০২(১)(ই)(এফ) জারী করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির সরাসরি আমদানি বন্ধ রয়েছে কিন্তু সরেজমিনে টি. কে. এম গার্মেন্টস নামক প্রতিষ্ঠানটির চতুর্থ তলায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের নয় কিন্তু বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান এর ১০০% কটন ফেব্রিক্স ৪০৩০.৪০ কেজি, তৈরী পোষাক ১২০৭৫ কেজি দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও উল্লিখিত পণ্যসমূহ স্থানান্তর গ্রহণের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটি কোন অনুমোদন গ্রহণ করেনি। এতে বিষয়টি প্রমাণিত যে, উক্ত ফ্রেবিক্সসমূহ অবৈধভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব কাপড়ের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব মোঃ রিয়াজ হোসেন, সুপারভাইজার কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান যে, উক্ত কাপড়ের রোলসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নিয়ে আসা হয়েছে। উক্ত কাপড়ের বৈধতা ও আমদানি দলিলাদি দেখতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স টি. কে. এম. গার্মেন্টস লিঃ এর চতুর্থ তলায় রক্ষিত কাপড় ও তৈরী বিভিন্ন পোষাক টি. কে. এম গার্মেন্টস এর নয় এবং আমদানি দলিলাদি বা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি দেখাতে ব্যর্থ হন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাম মোঃ জসিম উদ্দিন এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সংশ্লিষ্ট মালামালের বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার আরো জানান যে, প্রাপ্ত কাপড়ের রোলসমূহ তাঁর জানামতে বন্ড সুবিধায় আমদানি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান হতে অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য সম্বলিত একটি লিখিত বিবৃতি প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার দাখিল করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান বরাবরে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ দপ্তর হতে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশটি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠায়। পুনরায় পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তপক্ষ এ দপ্তরের

এছাড়াও বিজিএমইএ-কে সাব-কন্ট্রাক্ট বাতিলের জন্য অনুরোধ করা হলে বিজিএমইএ জানায় যে, তাদের দপ্তর হতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ইউডি বা সাব-কন্ট্রাক্ট ইস্যু করা হয়নি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রথমে অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাপড় বন্ড গুদামে মজুদ করেছেন এবং এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ তা উদঘাটনের পর সীলগালাকৃত গুদাম হতে তা অবৈধভাবে অপসারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রপ্তানির স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বৈধ দলিলাদি নেই। মিথ্যা অযুহাতে কালক্ষেপন করেছেন মাত্র। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উক্তরূপ কর্মকান্ডের ফলে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলো:-

আদেশ

নথিতে রক্ষিত দলিলাদি, নিস্পত্তির লক্ষ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রপ্তানির স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বৈধ দলিলাদি দাখিল না করে মিথ্যা অযুহাতে কালক্ষেপন করায় আনুষঙ্গিক দলিলাদি ও আইনানুগ ভিত্তিসহ যাবতীয় বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হলো। তাঁদের কর্মকান্ডে রাজস্ব হানির অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এহেন কার্যক্রম The Customs Act, 1969 এর Section 32, 94, 97, 104, 105, 107 এবং Section 13(1) এর সঙ্গে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলীর শর্ত নং-২ ও ৫ এর সুস্পষ্ট লংঘন যা The Customs Act, 1969 এর Section 156 এর টেবিলের দফা 1, 14, 51, 51(A), 61, 62 & 90 মোতাবেক মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ, ১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম -কে **১৫,০০,০০০.০০ (পনেরো লক্ষ) টাকা মাত্র অর্থদন্ড আরোপ করা হলো।** আরোপিত অর্থদন্ড ও শুল্ক করাদি বাবদ **২৫,৪৬,২৬৭.৬৭ (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকাসহ** সর্বমোট **৪০,৪৬,২৬৭.৬৭ (চল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত) টাকা** এই আদেশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমাদান পূর্বক ট্রেজারী চালানের মুল কপি এ দপ্তরে দাখিল করার জন্য আদেশ দেয়া হলো।

প্রতিষ্ঠানের উপর্যুক্ত অসহযোগিতামূলক আচরণ ও কৃত অপরাধসমূহ গুরুতর হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অপরাধ প্রবণতাও প্রমাণিত। এই অপরাধ প্রবণতা প্রমাণিত হওয়ায় এবং অব্যাহত অনিয়মের ফলে সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে The Customs Act, 1969 এর Section 13(3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বাতিল করা হলো। তবে বাতিল পরবর্তী সময়ে বন্ডার The Customs Act, 1969 এর Section 98(A) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া বন্ড লাইসেন্স বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে।

প্রাপক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স টি. কে. এম গার্মেন্টস লিঃ,
১৭১৯/এ, পশ্চিম ষোলশহর, রৌফাবাদ,
হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম।

স্বাঃ/-

(মোঃ আজিজুর রহমান)
কমিশনার
ফোন- ০৩১-২৮৬৩২৫৩
ই-মেইলঃ cbcctg@yahoo.com

নথি নং- ৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/টি. কে. এম. গাঃ/রাজস্ব ফাঁকি/৪৫/২০১৮/ ৫৩৩০ (১১) তারিখ- ২৬/১০/২০১৯খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
৩-৯। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/বেনাপোল/মংলা/আইসিডি/পানগাঁও।
১০। দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
১২। অফিস কপি।

23.10.19